স্কিলস কম্পিটিশনের ইতিবৃত্ত

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)' ২০১৪ সাল থেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে 'স্কিলস কম্পিটিশন' আয়োজন করে আসছে।

প্রতিযোগিতাটির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের পথ প্রশস্ত করা, শিল্প-সংযোগ সুদৃঢ় করা এবং কলকারখানাসমূহকে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখা। কারিগরি শিক্ষাঙ্গণের সর্ববৃহৎ ও অনন্য এ প্রতিযোগিতাটি ৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়: প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়, আঞ্চলিক পর্যায় এবং জাতীয় পর্যায়। এছাড়া শুরুতেই ঢাকাতে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগিতাটির প্রথম পর্ব অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের প্রতিযোগিতা নির্বাচিত সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের স্ব স্ব প্রাঙ্গণে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইনস্টিটিউটসমূহের প্রত্যেকটি টেকনোলজি বা বিভাগ থেকে একাধিক প্রতিযোগী একক অথবা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক পলিটেকনিকের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দেশ, সময় ও বাজারের চাহিদার প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে মেধা, মনন ও সৃজনশীলতার ভিত্তিতে তিনটি করে সেরা প্রকল্প নির্বাচন করে থাকে।

আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুবিধার্থে সারাদেশকে ১৩টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে প্রকল্পের আওতায় গ্রান্ট প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে। ১৩টি আয়োজক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্কিলস কম্পিটিশনের আঞ্চলিক পর্ব একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে সবগুলো অঞ্চলে প্রতিযোগিতার দিন একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও কারিগরি বিষয়ক একটি করে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতা থেকে সেরা ৫২টি উদ্ভাবনী প্রকল্প চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

স্কিলস কম্পিটিশনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা বা জাতীয় পর্ব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয় এবং প্রতিযোগিতার ভেন্যুতে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনী প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতিগণ স্বশরীরে উপস্থিত থাকেন। একইসাথে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়।

এবছর স্কিলস কম্পিটিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে স্কিলস কম্পিটিশনের বিগত বছরগুলোর সেরা ১৫০টি উদ্ভাবন প্রদর্শন করা হবে এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উদ্ভাবনগুলোর উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হবে। কারিগরি শিক্ষার শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ দেশের খ্যাতনামা শিল্পকারখানার মালিক, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ভেঞ্চার গ্রুপ, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কারিগরি শিক্ষা পরিচালনাকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক ও কানাডার আর্থিক সহায়তায় 'স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)' এর আয়োজনে পঞ্চমবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য স্কিলস কম্পিটিশনের প্রাতিষ্ঠানিক পর্ব অক্টোবরে, আঞ্চলিক পর্ব নভেম্বরে এবং জাতীয় পর্ব ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

স্কিলস কম্পিটিশন ইতোমধ্যেই কারিগরি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এ জাতীয় সৃজনশীল উদ্যোগ একটি দক্ষ বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথা 'ভিশন ২০২১' অর্জনে বিশেষ সহায়ক হবে বলে সকলের প্রত্যাশা।